নবম অধ্যায়

বস্তুবাদ এবং ভাববাদ

REALISM AND IDEALISM

৯.১. ভূমিকা (Introduction) :

জ্ঞানবিদ্যার (Epistemology) একটি মুখ্য প্রশ্ন হল—যাকে আমরা জানি সেই জ্ঞেয় বস্তুর স্বরূপ কি? বস্তুর জ্ঞান হতে গেলে দুটি বিষয় থাকা প্রয়োজন—যে জানে অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং যাকে জানা হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। এখানে জ্ঞানবিদ্যার প্রশ্নটি 'জ্ঞানের বিষয়'কে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটি হল—যাকে আমরা জানি সেই জ্ঞানের বিষয়টি কি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে ভিন্নভাবে থাকতে পারে অথবা পারে না? জ্ঞানের বিষয়টি কি জ্ঞাতার বাইরে আলাদাভাবে থাকতে পারে, অথবা তার অস্তিত্ব জ্ঞাতার ওপর নির্ভর করে? যে টেবিলটিকে আমি 'জানি' বলে দাবী করছি, সেটা কি আমার জানা-ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে, অথবা তার অস্তিত্ব আমার 'জানার' ওপর নির্ভর করে? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে জ্ঞানবিদ্যার দুটি প্রধান মতবাদ আছে—(ক) বস্তুবাদ (Realism) এবং (খ) ভাববাদ (Idealism)। বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে এই দুটি মতবাদ হল জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ।

বস্তুবাদ (Realism) অনুসারে, জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তু উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। জ্ঞানের বস্তুকে বাদ দিয়ে জ্ঞাতা যেমন থাকতে পারে, জ্ঞাতাকে বাদ দিয়েও তেমনি জ্ঞানের বস্তু থাকতে পারে। যে টেবিলটিকে আমি জানি, সেটিকে বাদ দিয়ে আমি (জ্ঞাতা) যেমন থাকতে পারি, তেমনি আমাকে বাদ দিয়েও টেবিলটি থাকতে পারে। টেবিলটির অস্তিত্ব আমার জানা বা না-জানার ওপর নির্ভর করে না। সহজ কথায়, বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়ের জ্ঞাতা-অতিরিক্তভাবে অস্তিত্ব আছে।

অপরপক্ষে, ভাববাদ অনুসারে, জ্ঞানের বিষয়কে বাদ দিয়ে জ্ঞাতা থাকলেও জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানের বিষয় থাকতে পারে না। আমি যখন টেবিলটিকে 'জানি' বলি, তখন আমার অস্তিত্ব টেবিলটির ওপর নির্ভর না করলেও, টেবিলটির অস্তিত্ব আমার 'জানা'র ওপর নির্ভর করে। জানার বস্তুটি যে কি, তা বস্তুর জ্ঞান না হলে বলা যায় না, অর্থাৎ জানার বিষয়টি জ্ঞাতার মনের ওপর, তার মনের ভাব বা ধারণার ওপর, নির্ভর করে। সহজ কথায়, ভাববাদ অনুসারে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার মনের ভাবের (ধারণার) ওপর, তার জানার ওপর নির্ভরশীল।

তাহলে, বস্তুবাদের সার কথা হল—
জ্ঞানের বস্তু মনের বাইরে আছে।
ভাববাদের সার কথা হল—
জ্ঞানের বস্তু জ্ঞাতারই মনের ভাব বা ধারণা।

(ক) বস্তুবাদ (Realism)

৯.২. 'বস্তুবাদ' বলতে কি বোঝায় ? (What is meant by Realism?)ঃ

যে মতবাদ অনুসারে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্ব আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না, আমরা না জানলেও তাদের অস্তিত্ব আছে, তাকে 'বস্তুবাদ' বলে। বস্তুবাদের সমর্থকরা এটাই বলেন যে, 'জ্ঞাতা মন' যেমন আছে 'জ্ঞানের বিষয়ও' তেমনি আছে—উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বস্তুর ওপর নির্ভর না করে যেমন জ্ঞাতা মন আছে, তেমনি জ্ঞাতা মনের ওপর নির্ভর না করে বস্তুও আছে। আমার মনের (জ্ঞাতা-মনের) বাইরে গাছ, পাহাড়, নদী প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন বস্তু আমার মনের ওপর নির্ভর না করেই ছিল, আছে এবং থাকবে। জ্ঞাতা-মনের জানা বা না-জানার ওপর বস্তুর থাকা বা না-থাকা নির্ভর করে না। সহজ কথায়, জগৎ এবং জাগতিক বস্তুর মন-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।

বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ:

(১) 'জ্ঞান' বলতে বোঝায় দুটি ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ— 'জ্ঞাতা' এবং 'জ্ঞানের বিষয়ের' মধ্যে সম্বন্ধ। কাজেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানতে হয় যে, জ্ঞানের বিষয়টি জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ জ্ঞাতা-নিরপেক্ষভাবে থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে জ্ঞাতা-মন যেমন আছে, জ্ঞানের বিষয়েরও তেমনি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে।**

(২) **জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বস্তুর মধ্যে যে সম্পর্ক তা নেহাৎই বাহ্যিক সম্পর্ক**, আন্তর-সম্পর্ক নয়। আন্তর বা আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, যেখানে সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটির মধ্যে অন্তত একটির অস্তিত্ব নষ্ট হয়। যেমন—সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। সমগ্র টেবিল থেকে তার একটি অংশ ভেঙে গেলে সেই ভাঙা অংশটির অস্তিত্ব থাকলেও 'সমগ্র' টেবিলটির আর অস্তিত্ব থাকে না। বাহ্যিক সম্বন্ধ নেহাৎই আকস্মিক, তাই বিচ্ছেদ্য। বাহ্যিক সম্বন্ধ ভেঙে দিলে ঐ সম্বন্ধে আবদ্ধ বিষয়দুটি আগে যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। যেমন, হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ। হাত থেকে কলমটি (টেবিলে) রেখে দিলে হাত এবং কলম যেমনটি ছিল তেমনই থাকে। **বস্তুবাদীদের মতে, জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়-বস্তুর (যে বস্তুকে জানছি) সম্পর্ক এমনই এক বাহ্যিক সম্বন্ধ।** আমার যখন টেবিলের জ্ঞান হয় তখন আমার সঙ্গে টেবিলের এক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এবং ঐ সম্বন্ধ ভেঙে দিলে (আমি চোখ বন্ধ করলে বা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে) আমার (জ্ঞাতার) এবং টেবিলের (জ্ঞেয়-বস্তুর) অস্তিত্ব আগের মতনই থাকে। টেবিলটি আমার 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও 'কেবল বিষয়' হয়ে থাকতে পারে। সহজ কথায়, **বস্তুবাদীদের মতে, 'জ্ঞানের বিষয়' না হয়েও বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব আছে।** এমন অজস্র বিষয় আছে যাদের আমরা জানিনা, যেসব এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। যেমন—সমুদ্রতলের অনাবিষ্কৃত মণি-মুক্তা।

(৩) বস্তুবাদীরা বহুত্ববাদের সমর্থক। জ্ঞান-সম্বন্ধ বাহ্যিক হলে মানতে হয় যে, জ্ঞাতার মনের বাইরে অজস্র বস্তু ছিল, আছে এবং থাকবে। এই জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং তাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব মনের বাইরে। জগৎ-বৈচিত্রের মূলে হল এই সব ভিন্ন ভিন্ন অজস্র বস্তু।

(৪) বস্তুবাদীরা আরও বলেন যে, আগে বস্তুর অস্তিত্ব পরে সেই বস্তুর জ্ঞান। কাজেই আমাদের জ্ঞান বস্তুকে অনুসরণ করে, বস্তু জ্ঞানকে অনুসরণ করে না। আমাদের মনের ধারণা অনুসারে বস্তুজ্ঞান হয় না। অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান বস্তুর দ্বারাই প্রভাবিত হয়, মনের দ্বারা নয়। বস্তু জ্ঞানকে সৃষ্টি করে, মন বা জ্ঞান বস্তুকে সৃষ্টি করে না।

৯.৩. বস্তুবাদের বিভিন্ন প্রকার (Different forms of Realism) :

সব বস্তুবাদী দার্শনিক মনের বাইরে বস্তুর (বস্তুজগতের) স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলেও 'বস্তুজ্ঞান' প্রসঙ্গে সবাই একমত নন। 'মনের বাইরে যে বস্তুজগৎ, তাকে আমরা কিভাবে জানি'?—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বস্তুবাদীরা দুটি ভিন্নমত পোষণ করেন। এক মতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা সরাসরি জানি; অন্যমতে, মনের বাইরে যে জগৎ তাকে আমরা পরোক্ষভাবে জানি। যে মতে বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ তাকে বলে 'সরল বা লৌকিক বস্তুবাদ' (Naive or Commonsense Realism); আর যে মতে বস্তুজ্ঞান পরোক্ষ তাকে বলে 'প্রতিরূপী বস্তুবাদ' (Representative Realism)। সরল বা লৌকিক বস্তুবাদকে আবার 'নির্বিচার বস্তুবাদ', 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ' ইত্যাদিও বলা হয়। তেমনি প্রতিরূপী বস্তুবাদকে 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ', 'পরোক্ষ বস্তুবাদ', 'প্রতীকবাদ' ইত্যাদিও বলা হয়। বস্তুবাদের বিভাগ দুটিকে ছকের মাধ্যমে দেখানো গেল—

বস্তুবাদ

সরল বা লৌকিক বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বা প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ

পরোক্ষ বা প্রতিরূপী বস্তুবাদ বা প্রতীকবাদ

৯.৪. সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ বা অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ (Naive Realism or Commonsense Realism or Un-scientific Realism) :

যে মতবাদে বস্তুর মন-নিরপেক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং বস্তুজ্ঞানকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষ বলা হয়, তাকে 'সরল বস্তুবাদ' বা 'লৌকিক বস্তুবাদ' বা 'অবৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' বলা হয়। জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে মতবাদ (Commonsens view) সেটাই সরল বস্তুবাদ বা লৌকিক বস্তুবাদ।

সরল বস্তুবাদের মূল বক্তব্যগুলি হল—

(১) যে জগতে আমরা বাস করি সেখানে আমাদের মনের বাইরে, অসংখ্য বস্তু আছে। যথা—গাছপালা, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত, বাড়িঘর, ইত্যাদি। সরল বস্তুবাদে বহুত্ববাদ সমর্থিত। এই জগতে যেমন অনেক মানুষ এবং তাদের মন আছে, তেমনি অনেক বস্তু আছে

(২) ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভবের 'কারণ' হল বাহ্যবস্তু। বাহ্যবস্তু আছে বলেই ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা অনুভব হয়। বাহ্যবস্তু 'কারণ', সংবেদন বা অনুভব 'কার্য'। আগে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব, পরে বস্তুর অনুভব।

(৩) বস্তুর অস্তিত্ব আমাদের মনের ওপর নির্ভর করে না। গাছ, পাহাড় ইত্যাদির অস্তিত্ব আমাদের দেখার ওপর বা জানার ওপর নির্ভর করে না—আমরা প্রত্যক্ষ না করলেও তারা অস্তিত্বশীল থাকে। আমাদের দেখার বা জানার আগে থেকেই তারা ছিল এবং আমাদের জানার বিরতির পরেও তারা থাকবে। কাজেই, **পার্থিব বস্তুসমূহের অস্তিত্ব মন-নিরপেক্ষ।**

(৪) **জ্ঞাতা (যে জানছে) এবং জ্ঞানের বিষয়ের (যাকে জানছে) সম্পর্ক বাহ্যিক সম্পর্ক** (external relation) বা আকস্মিক সম্পর্ক (accidental relation)। বাহ্যিক সম্পর্ক ভেঙে দিলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়দুটির কোনটিরও কোন ক্ষতি হয় না। এজন্য জ্ঞান-সম্বন্ধ ছিন্ন হলে জ্ঞাতা এবং জ্ঞানের বিষয় যেমন ছিল তেমনই থাকে।

(৫) **বস্তুজ্ঞান সরাসরি বা প্রত্যক্ষ।** বস্তুকে আমরা সরাসরি জানি, অর্থাৎ বস্তুটি আসলে যেমন আমরা তাকে সরাসরি **ঠিক সেভাবেই জানি।** মন যেন এক অমলিন আয়না যার ওপর প্রত্যক্ষের বস্তুটি সরাসরি প্রতিফলিত হয় এবং বস্তুটি ঠিক যেমন সেভাবেই অবিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়। আমাদের চেতনা যেন এক 'সন্ধানী আলোক' (search light)। সন্ধানী আলোক যে বস্তুতে পড়ে, বস্তুটি তার স্বরূপে (অর্থাৎ ঠিক যেমন, সেভাবে) আমাদের চেতনায় ধরা পড়ে।

(৬) বস্তুজ্ঞান সরাসরি হওয়ার ফলে, আমাদের চেতনা বস্তুকে প্রভাবিত করে না, **বরঞ্চ বস্তুই আমাদের চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।** বস্তু যেমন, সেভাবেই আমাদের বস্তুর জ্ঞান হয়। 'আমার চেতনার রঙে পান্না সবুজ' হয় না, বরঞ্চ সবুজ পান্নাই আমার সবুজের চেতনাকে সৃষ্টি করে।

(৭) বস্তু যেমন মনের বাইরে আছে, বস্তুর গুণগুলিও তেমনি মনের বাইরে আছে। অর্থাৎ **বস্তু এবং বস্তুধর্মের মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে।** মনের বাইরে যে বস্তু তাকে যেমন আমরা সরাসরি জানি, সেই বস্তুতে আশ্রিত বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য ইত্যাদি **গুণগুলিকেও সরাসরি ও অবিকৃতভাবে জানি।** সন্ধানী আলোকের মতন আমাদের চেতনা গুণ-সমন্বিত বস্তুর সঠিক স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে।

সরল বস্তুবাদের সমালোচনা (Criticism of Naive Realism)

সরল বস্তুবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, এই মতবাদ আমাদের ভ্রান্তজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বস্তুকে যদি আমরা সরাসরি এবং সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করি তাহলে ভ্রান্তজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা থাকে না—সব জ্ঞানই সঠিক ও নিশ্চিত হয়। কিন্তু অনেক সময় আমাদের জ্ঞান যে ভ্রান্ত হয় (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম), একথা অস্বীকার করা যায় না। সরল বস্তুবাদ খণ্ডনের জন্য তাই **ভ্রম-প্রত্যক্ষমূলক যুক্তি** দেখান হয়:

(১) প্রকৃতপক্ষে, বস্তু যেমন, তাকে ঠিক তেমন করে দেখা সম্ভব নয়, কেননা বস্তু-প্রত্যক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠনগত সামর্থ্যের ওপর কিছুটা নির্ভর করে। চোখের গঠন ও সামর্থ্য ভিন্ন রকমের হলে রঙের প্রত্যক্ষ ভিন্ন রকমের হয়। এমন অনেক প্রাণী আছে (কিছু

মানুষও পাওয়া যায়) যারা লাল-নীল-হলুদ-সবুজ প্রভৃতি রঙ প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কেননা তাদের অক্ষিপটে (retina) চূড়াকোষ (Cones) থাকে না। মৌমাছির চোখের গঠন আবার এমন যে তারা অতি বেগুনী (ultra-violet-ray) রঙও প্রত্যক্ষ করতে পারে, যা মানুষের চোখের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই, বস্তুর একই রঙ সবাই প্রত্যক্ষ করে না। একথা স্বীকার করলে বস্তুর গুণকে আর 'বস্তুধর্ম' বলা চলে না। রঙ প্রত্যক্ষের মতন অন্যান্য গুণের (স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদির) প্রত্যক্ষও আমাদের জিভ, নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। সহজ কথায়, **বস্তু-প্রত্যক্ষ বস্তুর ওপর নির্ভর করলেও তা আংশিকভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠন ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল।**

(২) প্রত্যক্ষজ্ঞান সব সময়ে সঠিক হয় না। অনেক সময় আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়, অনেক সময় আমরা বস্তুর বিকৃত রূপ দেখি। এরকম অভিজ্ঞতাকে অধ্যাস (illusion) বলে। আলো অন্ধকারে আমাদের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। সূর্য স্থির থাকলেও তার মধ্যে আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি। জলে আংশিক ডোবানো সোজা ছড়িকে আমরা বাঁকা দেখি। দূর থেকে ঘন-সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়কে নীল দেখি। একই বস্তুকে কাছ থেকে বড়, আবার দূর থেকে ছোট দেখি। মদ্যপ ব্যক্তি একটির পরিবর্তে দুটি বস্তু দেখে। ডান হাত গরম জলে ও বাঁ হাত ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে তারপর দুটি হাতকেই স্বাভাবিক উত্তাপসম্পন্ন জলে ডোবালে ডান হাতে জলটিকে ঠাণ্ডা ও বাঁ হাতে ঐ একই জলকে গরম লাগে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্ত করতে হয়—**বস্তু ঠিক যেমন, তাকে আমরা ঠিক তেমন দেখি না।**

(৩) অনেক সময় আবার আমাদের অমূল-প্রত্যক্ষ (hallucination) হয়। অমূল-প্রত্যক্ষের পেছনে কোন বস্তুই থাকে না। অধ্যাসের (illusion) ক্ষেত্রে যেমন কোন বস্তু থাকে—যদিও তাকে আমরা ভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করি, অমূল-প্রত্যক্ষের ভিত্তিস্বরূপ তেমন কোন বস্তু থাকে না। অনেক মদ্যপ ঘরের মধ্যে লাল ইঁদুরের নৃত্য দেখে, যদিও ঘরে কোন ইঁদুর থাকে না। চোখের কোণে আঙুলের একটু চাপ দিলে একটি বস্তুকে দুটি বস্তুরূপে দেখা যায়—যা ভিত্তিহীন। কারও প্রতীক্ষায় ঘরের মধ্যে বসে থাকলে মাঝে মাঝে সিঁড়িতে পদধ্বনি শোনা যায়—যখন সত্যিকারের কোন পদশব্দই হয়নি ; অস্ত্রোপচারে যার একটি পায়ের কিছু অংশ বাদ পড়েছে সে অনেক সময় সেই অঙ্গচ্যুত পায়ে ব্যথা অনুভব করে। সহজ কথায়, **অনেক সময় জ্ঞেয়-বস্তু না থাকলেও বস্তুজ্ঞান হয়।** সুতরাং জ্ঞেয়-বস্তুর মনোনিরপেক্ষ সত্তা আছে—সরল বস্তুবাদীদের এমন কথা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়।

(৪) আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা একথাই বলে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনেক সময় বিভ্রান্তিকর। **কয়েকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিভ্রান্তিকর হলে অপরাপর ক্ষেত্রেও তারা যে ভ্রান্তিজনক নয়—একথা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না।** বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত এই যুক্তিতেই প্রথমে জাগতিক সব বস্তুর অস্তিত্বকে সংশয় করেন এবং পরিশেষে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বের মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে গেলে জড়বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানে পর্যবসিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, **'ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের দ্বারা জড়বস্তুর অস্তিত্ব ও তার যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে'—সরল বস্তুবাদের এই নির্বিচার মতটি গ্রহণ করা যায় না।**